122

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAY 1997
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

অছাত্ররা ছাত্রনেতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্র সংগঠনগুলি একটি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। সে কারণে দেশের ছাত্র সংগঠনগুলির গঠন প্রণালী ও তাহার নেতৃবর্গ দেশের সর্বত্র আলোচিত হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ইত্তেফাকে একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবর্গের মধ্যে মাত্র দুই-তিনজন একটি বিষয়ে পাস করিয়া অন্য একটি বিষয়ে ভর্তি হইয়া কিংবা পুনঃ পুনঃ ভর্তি হইয়া ছাত্রদের খাতায় নাম রাখিয়াছে। অবশিষ্ট সকলে অনেক বছর আগে ছাত্রত্ব হারাইয়াছে। কিন্তু সংগঠনের নেতৃত্ব ছাড়ে নাই। ছাত্র না হইয়াও তাহারা ছাত্রনেতা। যাহারা ছাত্র তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইতেছে সেইসব ছাত্র না থাকা নেতৃত্বের।

অনেকে মনে করেন, ছাত্রদের নেতৃত্বে অছাত্ররা থাকার ফলে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত হইয়াছে। ছাত্র রাজনীতি আর ছাত্র রাজনীতি থাকে নাই। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আবার কোন কোন মহল হইতে রাজনৈতিক দলের সহিত ছাত্র সংগঠনের সরাসরি সংস্রব ত্যাগের দাবী উঠিয়াছে। ব্যাপারটি যেহেতু এখন আর বিচ্ছিন্ন ছাত্র রাজনীতি নয়, ইহার সঙ্গে দলীয় রাজনীতি ও সমাজবিরোধ কার্যকলাপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী সকলের সম্মিলিত মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

তবে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অছাত্র অছাত্রই। তাহারা ছাত্রনেতা হইবার কোন যোগ্যতা রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয় আইনেই থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল যে, ছাত্র হিসাবে একজন ডাকসু বা হল সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছে, ছাত্রত্ব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নির্বাচিত সদস্য পদ চলিয়া যাইবে। একইভাবে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতে রাখার জন্য নিয়মিত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব বহাল রাখার বিধান ছাত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রে থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এই ব্যবস্থা ডাকসু, হল সংসদ ও সংগঠনতন্ত্রে না থাকায় ছাত্রদের নেতৃত্ব অছাত্রদের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাস সমর্থিত ছাত্র-অছাত্ররা ছাত্রনেতা হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, অতীতে ছাত্র সংগঠন ছিল রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মী তৈরীর একটি পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান। বর্তমান ব্যবস্থায় ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বে অছাত্র ও সন্ত্রাসীরা চলিয়া আসায় এখন হইতে আর রাজনৈতিক কর্মী তৈরী হইতেছে না, আমরা জাতীয় স্বার্থে বিষয়টি ভাবিয়া দেখার জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবকদের অনুরোধ করি। গোটা পরিস্থিতিতে ছাত্র ও অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ। তাহাদের মধ্যে যাহারা পারিতেছে সন্তানদের প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিতেছে। ইহা সরকার, রাজনীতিক ও শিক্ষকদের প্রতি একটি বড় অনাস্থা এবং দেশের ভবিষ্যতের জন্য ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর।